দৈনিক ইনকিলাব 032

তারিখ [illegible]
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

উপজেলা পরিক্রমা

নবীগঞ্জ

নবীগঞ্জ (হবিগঞ্জ), ১৩ ডিসেম্বর (সংবাদদাতা)।— নবীগঞ্জ উপজেলা হবিগঞ্জের বৃহত্তম উপজেলা। আয়তন ১৭০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২,১৬,৬৬২ জন। তন্মধ্যে পুরুষ ১০৮৬১৬ জন, নারী ১০৮০৪৬ জন। ইউনিয়ন ১৩টি এবং ৩৪৭টি গ্রাম। মোট আয়তনের মধ্যে ১৬২ বর্গমাইল এলাকা ভূমি, ৭ বর্গমাইল এলাকা বনভূমি এবং ১ বর্গমাইল এলাকা নদী রয়েছে। উক্ত উপজেলায় অধিবাসীদের মধ্যে মুসলমান হচ্ছে ১৭৫৯০৬ জন, এবং হিন্দু ৪০৭৫৬ জন।

শিক্ষা

এ উপজেলায় ১টি কলেজ, ৮টি হাইস্কুল, ৩টি জুনিয়র হাইস্কুল, মাদ্রাসা ১০টি এবং ১৪৬টি প্রাইমারী স্কুল রয়েছে। শিক্ষিতের হার ১৮.৭%। নবীগঞ্জ উপজেলা সদরে একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও একটি উচ্চ বালক বিদ্যালয় রয়েছে। প্রতি বছর বহু শিক্ষার্থী কৃতিত্বের সহিত এসএসসি পরীক্ষা পাস করে এ উপজেলার গৌরব রক্ষা করে আসছে। তবে পূর্বের চেয়ে শিক্ষার মান ও শিক্ষকদের, কর্মকর্তাদের কর্মতৎপরতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। উপজেলা সদরের দু'টি উচ্চ বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করলে ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকগণ বহুগুণে উপকৃত হবেন তা নির্দিধায় বলা চলে।

কৃষি

এ উপজেলায় মোট আবাদী জমি ৬৫০০০ একর রয়েছে। তন্মধ্যে কৃষিযোগ্য জমি ৪০৩৫২ একর। বাদ বাকী জমি একফসলী ও দু'ফসলী এবং অন্যান্য জমি রয়েছে। উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ধান, পাট, তরিতকারী প্রধান। এ উপজেলায় দু'টি চা বাগান রয়েছে। চাও এ উপজেলায় উৎপাদিত হচ্ছে।

যোগাযোগ

যোগাযোগের দিক দিয়ে এ উপজেলা তেমন উন্নত নয়। মাত্র ১২ মাইল পাকা সড়ক নবীগঞ্জ-শেরপুর রয়েছে। বাদ বাকী নবিগঞ্জ-হবীগঞ্জ, নবীগঞ্জ-ইনাতগঞ্জ, নবীগঞ্জ-বানিয়াচুঙ্গ প্রধান সড়কগুলো কাঁচা রয়েছে। বৃটিশ আমলে ঐ রাস্তাগুলো নির্মাণ হয়েছিল। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখা যায়নি। এ উপজেলার ভাটি এলাকার অধিবাসীদের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। বর্ষা কি হেমন্তে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উপজেলা সদরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হচ্ছে। এক কথায় যোগাযোগ ক্ষেত্রে এ উপজেলা অন্যান্য উপজেলা অপেক্ষা পিছিয়ে রয়েছে।

হাট-বাজার

এ উপজেলায় মোট ছোট-বড় ৪০টি হাট ও বজার রয়েছে। নবীগঞ্জ ও ইনাতগঞ্জ বাজার দু'টি প্রধান। নবীগঞ্জ উপজেলা সদর বাজারে হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়। অনেক দূর-দূরান্ত থেকে ক্রেতা বিক্রেতারা কেনা-কাটার জন্য আসে। তবে ইজারাদারদের দৌরাত্মে দূর-দূরান্ত থেকে আগত ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা অনেকটা হ্রাস পাচ্ছে। রসিদবিহীন অবস্থায় মাশুল আদায় হচ্ছে।

সরকারী হাসপাতাল

১টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও ৫টি রুর‍্যাল ডিসপেন্সারী রয়েছে। জনসংখ্যা অনুপাতে অপ্রতুল বলা চলে। জনসংখ্যার দিক দিয়ে পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক মাত্র ৩টি রয়েছে। এ উপজলায় আরো ক্লিনিক স্থাপন অপরিহার্য। এ ছাড়া পানীয় জলের অসুবিধা দূরীকরণের জন্য রয়েছে ১৭৬৩টি নলকূপ। তন্মধ্যে শতকরা ২০% নলকূপ নষ্ট রয়েছে। অনেক নলকূপ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে পানি উত্তোলন করতে পারে না।